গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নং-৩৮.০০২.০১৫.০০.০০.০২৪.২০১০(অংশ-১)- ১১৫

তারিখ ঃ ১৩ মাঘ ১৪২১
২৬ জানুয়ারি ২০১৫

বিষয়ঃ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের নীতিমালা সংশোধন।

দেশের সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিগত ০৯/১২/২০১২ তারিখের ১৪২৫ নং এবং পরবর্তীতে ১৬/০৬/২০১৩ তারিখের ৭০২ ও ৭০৩ এবং ০৭/১০/২০১৩ তারিখের ১১০৬ স্মারকমূলে জারীকৃত নীতিমালার কয়েকটি অনুচ্ছেদ পুনরায় নিম্নরূপে সংযোজন/ সংশোধন/ প্রতিস্থাপন করা হইলঃ

অনুচ্ছেদ নং	বিদ্যমান নীতিমালা	সংযোজন/ সংশোধন/ প্রতিস্থাপন
০৫	**৫। বাছাই ও নিয়োগ কমিটি গঠনঃ** প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে জনবল নিয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপভাবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই ও নিয়োগ কমিটি গঠন করিতে হইবেঃ (১) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি-সভাপতি (২) উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য -সদস্য (৩) সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-সদস্য-সচিব	৫। পূর্বতন কমিটি বাতিল পূর্বক উপজেলা ভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে ঃ ০১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা- সভাপতি ০২. মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি- সদস্য ০৩. মাননীয় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি- সদস্য ০৪. এসএমসি-র সভাপতি- সদস্য ০৫. সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- সদস্য ০৬. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা- সদস্য সচিব যে সকল বিভাগীয় শহর বা মহানগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাই, সেইসকল বিভাগীয় শহর বা মহানগরীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি) সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।
৭ (২)	৭ (২) বাছাই ও নিয়োগ কমিটি বৈধ আবেদনকারীদের ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক শারীরিকভাবে যোগ্য ৩ (তিন) জনের একটি প্যানেল প্রস্তুত করিয়া নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করিবে। পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষেত্রে ইহা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রেরণ করিতে হইবে।	৭ (২)। বাছাই ও নিয়োগ কমিটি বৈধ আবেদনকারীদের মধ্য হইতে নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক ০৩ (তিন) জনের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে। তালিকাভূক্ত ০৩ (তিন) জনের প্রত্যেকেই সমান যোগ্যতা সম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত তালিকা হইতে মাননীয় সংসদ সদস্য একজনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবেন। মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশ প্রাপ্তির পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনোনীত প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পত্র যোগে জানাইয়া দিবেন। পার্বত্য জেলাসমূহের ক্ষেত্রেও এই নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে। এক্ষেত্রে নীতিমালার ৭ (৩), ৭ (৪), ৭ (৫), ৭ (৬) ও ৭ (৮) প্রযোজ্য হইবে না। তবে নীতিমালার ৭ (৭) ও ৭ (৯) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকিবে।
৭ (৫)	৭ (৫) বাছাই ও নিয়োগ কমিটি নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুমোদিত প্রার্থীকে কিংবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা দিক-নির্দেশনা না পাইলে মেধা তালিকার প্রথম ক্রমিকের প্রার্থীকে নির্ধারিত মাসিক সেবামূল্য ও চুক্তিনামার শর্তাবলী সাপেক্ষে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়া তফসিলে বর্ণিত চুক্তিনামার নমুনাসহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরে নিয়োগপত্র জারি করিবে। যোগদানের জন্য প্রার্থীকে	৭ (৫)। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর নাম প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্ধারিত মাসিক সেবামূল্য ও চুক্তিনামার শর্তাবলী সাপেক্ষে দপ্তরী-কাম-প্রহরী পদে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়া তফসিলে বর্ণিত চুক্তিনামার নমুনাসহ নিয়োগপত্র জারি করিবেন। যোগদানের জন্য প্রার্থীকে নিয়োগপত্র জারির তারিখ হইতে কমপক্ষে ১ (এক) সপ্তাহ সময় দিতে হইবে। ১ম জন যোগদান না করিলে মাননীয় সংসদ সদস্যের সহিত পরামর্শক্রমে অপর ০২ (দুই) জনের মধ্য হইতে ০১ (এক) জনকে এবং ২য় জনও যোগদান না করিলে অনুরূপভাবে ৩য় জনকে নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। নিয়োগ আদেশে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসারে সেবামূল্য ও আনুষাংগিক সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে।

	নিয়োগপত্র জারির তারিখ হইতে কমপক্ষে ১ (এক) সপ্তাহ সময় দিতে হইবে। ১ম জন যোগদান না করিলে বা ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে চাকুরী ত্যাগ করিলে ২য় জন এবং অনুরূপভাবে ৩য় জনকে নিয়োগ দেওয়া যাইবে। তবে ১ম নিয়োগের পর ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইলে এই তালিকা বাতিল হইয়া যাইবে। সেইক্ষেত্রে নতুনভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	
৯ (১) ও ৯ (২)	৯ (১) নিয়োগের বিষয়ে কোন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উপজেলা শিক্ষা অফিসার জরুরী ভিত্তিতে তাহা তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনসহ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি বরাবর প্রেরণ করিবেন। ৯ (২) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং এই ক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।	৯ (১) ও ৯ (২) অনুচ্ছেদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
৩ (৬)	বিদ্যমান নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত নাই।	**নীতিমালার ৩ (৬) অনুচ্ছেদ হিসাবে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভূক্ত হইবেঃ** কোন বিদ্যালয়ে নির্বাচিত এসএমসি না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে এডহক কমিটির সভাপতি নিয়োগ ও বাছাই কমিটিতে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৬/০১/২০১৫
(কাজী আখতার হোসেন)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৩৮.০০২.০১৫.০০.০০.০২৪.২০১০(অংশ-১)- ১১৫

তারিখ ঃ ১৩ মাঘ ১৪২১ / ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলঃ

০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
(সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
০৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। যুগ্ম-সচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৮। সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন (৩য় ফেজ), ৫ম তলা সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। প্রোগ্রামার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
১২। অফিস কপি।

২৬/০১/২০১৫
(জ্যোতির্ম্ময় বর্ম্মন)
যুগ্ম-সচিব
ফোন ঃ ৯৫১৪০৯১

E:\letters All file\Letters\PR-40.doc